Dvaitādvaitadarśan of Nimbārka: An Overview

Shekhar Purkayastha

[Nimbārka was one of the principal commentators on the Brahmasūtra of Bādarāyaṇa. His philosophy or 'Darśan' is known as Dvaitādvaita or Svābhāvika Bhedābheda.

In this article an attempt has been made to analyze unique character of Nimbārka Vedānta in relation with modern science.]

আমাদের দুটি জগৎ আছে। একটি বর্হিজগৎ, অন্যটি অর্ন্তজগৎ। বর্হিজগতের ব্যাপার গুলো আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু অর্ন্তজগতের ব্যাপারগুলো 'সায়েন্সে'র ল্যাবরটারিতে কোন ইনষ্ট্রুমেন্টের দ্বারা বা রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়না। বিজ্ঞানীরা সত্যকে যাচাই করেন পরীক্ষা, গবেষণার মাধ্যমে আর একজন সাধক, তিনি তাঁর সত্যকে আবিষ্কার করেন সাধনার দ্বারা, অনুভূতির মাধ্যমে, উপলব্ধির মাধ্যমে। তাঁরা জানেন, আবিষ্কার করেন আমাদের অর্ন্তজগতের বিজ্ঞানকে। তাই বলা যায় পৃথিবীর বিশেষ করে ভারতবর্ষের যাঁরা মহান ধর্মাচার্য বা দার্শনিক তাঁর বৈজ্ঞানিকও বটে। কারণ তাঁরা আমাদের অর্ন্তমানসের বিজ্ঞানকে উদ্‌ঘাটন করে জগতে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সেজন্য বলা যায় ধর্মও বিজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশবিখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstain বলেছেন 'Science is lame without religion, and religion is blind without science' বৈজ্ঞানিক Sir James Jeams তাঁর "The Universe around us" নামক গ্রন্থে লিখেছেন— এ জগৎটা যে সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে যে শুধু জড় পরমাণু, একথা আমরা আগে বলতাম, এখন বলিনা। কারণ আবিষ্কার করে করে এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, একথা এখন আর বলা চলে না। এমন একটা কিছু আছে এর পেছনে, যার দ্বারা এ বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই জগৎ সৃষ্টির পেছনে এই যে রহস্য বা এই যে ইন্দ্রিয়াতীত বিজ্ঞান তার আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষীয় আচার্যরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য। প্রাচীনকালে দার্শনিক তথা ব্রহ্মবিদ্ আচার্যগণ উপদেশযোগ্য বিষয় সকলের অতি সংক্ষিপ্ত সূত্র রচনা করে বিদ্যার্থীগণকে শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীকালে ঐসব সূত্রই দর্শনশাস্ত্র নামে আখ্যাত হত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' নামক বেদান্ত দর্শন প্রকাশ করেন এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য এর একটি অতি সুন্দর ভাষ্য রচনা করেছিলেন যা 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' নামে বৈদান্তিক জগতে বিখ্যাত। এই 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভে' তিনি তাঁর দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত তথা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন; যা অত্যন্ত যুক্তি-নিষ্ঠ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতই বিজ্ঞানম্মত একটি দর্শন বলে বিদ্বান ব্যক্তিরা মনে করে থাকেন।

নিম্বার্ক দর্শনে জীবের স্বরূপ কি, জগতের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ কি ইত্যাদি বিষয় আমরা জানতে পারি। এই জগতের সমস্ত বস্তুই, তা জড় বস্তুই হোক আর চেতন বস্তুই হোক

সমস্তই ব্রহ্ম বলে নিম্বার্ক দর্শনে স্বীকার করা হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য তথা আধুনিক বিজ্ঞান (Science) হল চেতনাহীন জড় বস্তুর ব্যষ্টিজ্ঞান। অর্থাৎ জড় পদার্থ বিষয়ে আপেক্ষিক (relative) জ্ঞান। জগতের কিছু 'Law' অর্থাৎ সূত্রের মধ্যেই এই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়ের উৎস হল শক্তি। কিন্তু শক্তির উৎস কি? এর উত্তর আধুনিক বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যায়না। আধুনিক বিজ্ঞান মানে বাইরের জিনিষ যা চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা অনুভব করা যায় সেই বস্তুর জ্ঞান। কিন্তু আমরা যা কিছু এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু চোখের দ্বারা দেখতে পাই সেসকল বস্তুর অতিরিক্ত যে জগতে কিছু নেই তো নয়। আমরা দেখতে পাইনা এমন অনেক বস্তুর অস্তিত্ব এজগতে আছে। যেমন, আমাদের 'মন' কোন প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত বস্তু নয়। কিন্তু মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে মানসিক প্রক্রিয়া গুলির সংগঠন ব্যাখ্যা করা যায়না। তদ্রূপ 'জীবাত্মা' বা 'আমি' কোন প্রত্যক্ষ গোচর বস্তু নয়। আমরা শুধুমাত্র জীবের জড় দেহকেই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে তো 'জীবাত্মা' কে অস্বীকার করতে পারা যায়না। জীবাত্মাকে অস্বীকার করলে জীবের জীবন ব্যাপার বলে কিছুই থাকে না। আমাদের যে বিচার বুদ্ধি আছে, আমরা যে চিন্তা করতে পারি, জ্ঞান লাভ করতে পারি এসবকি অস্বীকার করা যায়? অথচ বিচার, বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান এই গুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। আমরা কেবল অনুভব বা উপলব্ধির মাধ্যমেই এইগুলির অস্তিত্ব জানতে পারি। এই যে জীবাত্মা ও জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা এসবের সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি ব্যাখ্যা দিতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞান যদি প্রকৃতিকেও তো চোখে দেখা যায়না এবং ইন্দ্রিয় গোচর নয় বলে প্রকৃতির কোন সঠিক সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞান দিতে পারেনা। ঠিক সেরকমই আধুনিক বিজ্ঞান জীবকেও স্বীকার করে, কিন্তু এই জীবের স্বরূপ কি? এই জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ কৰা যায়না, সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় অপারগ। এজন্যই আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান আপেক্ষিক (relative) এই বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কোন অতিন্দ্রীয় চরম সত্য (Absolute Truth) আবিষ্কার করতে পারেনি। সুতরাং কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই অস্তিত্ব আছে এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, আধুনিক বিজ্ঞানের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় বস্তুরও অস্তিত্ব আছে এবং এই অতিন্দ্রীয় বস্তুর রূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়না। তাকে জানতে হলে অন্য সাধন অবলম্বনে জানতে হয়।

শ্রীনিম্বার্ক তথা দ্বৈতাদ্বৈত দর্শকে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ বলে স্বীকৃত।[১] আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বও অনুমান নির্ভর, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমান 'প্রমাণ' হিসাবে গণ্য হয়না। বস্তুতঃ যার দ্বারা নিশ্চিত অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মে তাকেই প্রমাণ বলা হয়। শ্রীনিম্বার্কের মতে প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি। কোন পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য বিশিষ্ট অপর অপরিচিত বস্তুর যে জ্ঞান তাই 'অনুমান' জ্ঞান এবং তাকেই 'অনুমান প্রমাণ' বলে।[২] এই সমস্ত প্রমাণই নিম্বার্ক দর্শনে আলোচিত হয়েছে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কি? এই জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্পর্ক? এই মনুষ্য জীবনের তাৎপর্য কিভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধিতে পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে এই সব প্রমাণ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ধারণেই ব্যাপৃত থাকে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মশক্তিকে জগতের মূল উপাদান কারণ বলেছেন। ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। এই প্রকৃতি ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ এবং ব্রহ্মের অধীন। ব্রহ্মের এই শক্তিকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য তাঁর 'বেদান্ত কামধেনুঃ' (দশশ্লোকী) তে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন--

জ্ঞান স্বরূপঞ্চ হরেরধীনং
শরীর-সংযোগ-বিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহ ভিন্নং
জাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ।।[৫]

এখানে জীবের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, জীব জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্মের (শ্রীহরির) অধীন, শরীর ধারণ ও পরিত্যাগের এবং বদ্ধ ও মোক্ষলাভের যোগ্য, অণু, পরিমাণ, জ্ঞাতৃত্বধর্মযুক্ত (জ্ঞাতা) এবং যেহেতু অনন্ত দেহের প্রত্যেক দেহে ভিন্ন, সেইহেতু অনন্ত বলা বয়ে থাকে। এই যে, ব্রহ্মের শক্তি অনন্তরূপে প্রকাশমান এর বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারছে কি? আলোচনা করলে দেখা যায় একসময় বিজ্ঞানে 'অ্যাটম' ছিল বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান। তারপর এলো ইলেকট্রন, বর্তমানে আবার কোয়ার্ক ইত্যাদি নানারকম জিনিষ দেখতে পাচ্ছে বিজ্ঞানীরা। কাজেই আধুনিক বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে সমস্ত সত্যই আপেক্ষিত। আজকে যা সত্য কাল তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে আরেকটি নতুন সত্যের উদঘাটন হচ্ছে।

আজকাল বিজ্ঞানীরাই বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনা, বিশ্ব রহস্যের অনেক কিছুই তাঁরা প্রমান করতে পারেনি। বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। এই সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছলে আর কোন উত্তর দেওয়া যায়না। তখন বিশ্বাস করতেই হয় একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। এই যে শক্তি, যাকে আমরা ব্রহ্মশক্তি রূপে অভিধায়িত করছি, সেই শক্তির স্বরূপ এবং সেই শক্তির বিজ্ঞানটি কিরকম যা আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনা তা আমরা শ্রীনিম্বার্কাচার্যের দর্শনে পেয়ে থাকি। শ্রীনিম্বার্কাচার্য জীবের মধ্যে সেই ব্রহ্মশক্তি কিভাবে হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি পূর্বোল্লিখিত শ্লোকটিতে প্রথমেই বলছেন "জ্ঞানস্বরূপ" অর্থাৎ জীব স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, স্বতঃপ্রকাশস্বরূপ, জীবাত্মা, জীবাত্মার বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় কাহারও দ্বারা প্রকাশ্য নন। তা শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলেছেন, যথা— "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি"।[৬] সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের এই স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশ পায়। জাগ্রত অবস্থায় জীবাত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থেকে বিষয় গ্রহণ করেন বলে তখন জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশিত হননা, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে পৃথক থাকেন বলে তখন স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশিত হন। আর জীব জ্ঞানস্বরূপ বলে শ্রুতি নানাস্থানে তাঁকে বিজ্ঞানময় বলেছেন, যেমন— "এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ"[৭], অর্থাৎ এই পুরুষ বিজ্ঞানময়। আবার বলছেন, "কতম আত্মেতি? যো ঁয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত — জ্যোতিঃ পুরুষঃ"[৮] — অর্থাৎ আত্মা কোন্‌টি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, এই যে হৃদেয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনিই আত্মা, "বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা"[৯] —আত্মা বিজ্ঞানময় ইত্যাদি।

জীব কি প্রকার বিজ্ঞানময় তা পরিষ্কাররূপে বোঝাতে গিয়ে শ্রুতি বলছেন— "যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরেঽয়মাত্মাহনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব"[১০]—অর্থাৎ সৈন্ধব লবণের খন্ড ভিতর বাহির সর্বাংশেই লবণ সময় অরে মৈত্রেয়ি, ঠিক তদ্রূপই জীবাত্মাও ভিতব বাহির সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন (জ্ঞানস্বরূপ)।

শ্রীনম্বার্কাচার্য এভাবেই শ্রুতি নির্দেশিত জীবাত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান তাঁর দশশ্লোকীতে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জীবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি সম্পর্কে নানা সত্যে উপনীত হচ্ছেন, কিন্তু জীবাত্মার বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা কতটুকুন অবহিত বা তাঁদের বিজ্ঞান সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সত্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছে কি?

শ্রীনিম্বার্কাচার্য বলেছেন জীব "হরেরধীনং" অর্থাৎ জীব হরি বা ব্রহ্মের অধীন। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ব্যাসদেবের উক্তিতে এরূপ আছে যে, "নহি কশ্চিদয়ং মর্ত্ত্যঃ স্ববশে কুরুতে ক্রিয়াঃ। ঈশ্বরেণ প্রযুক্তোঽয়ং সাধ্বসাধু চ মানবঃ। করোতি পুরুষঃ কর্ম্ম তত্র কা পরিবেদনা।।"[৯] অর্থাৎ এই জগতে মরণশীল কোন মানবই স্বাধীনভাবে কর্মসমূহ করেনা, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়ে এই মানবগণ সাধু বা অসাধু কর্ম করে থাকে, তাহাতে আরু খেদের বিষয় কি আছে? গীতাতে শ্রীভগবান বলছেন-

"বুর্দ্ধিজ্ঞান সম্মোহঃ.. . . . . .ভবন্তি
ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।"[১০]

অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহশূণ্যতা জীবসকলের এই সকল ভাব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমা হতেই উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বলেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।"[১১]

অর্থাৎ ঈশ্বর যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় জীব সমূহকে স্বকীয় মায়ার দ্বারা চালিত করে তাদের হৃদয়ে বাস করছেন। আবার বলছেন—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।"[১২]

অর্থাৎ সর্বজীবের হৃদয়ে আমি প্রবিষ্ট রয়েছি,, স্মৃতি, জ্ঞান ও এতদুভয়ের বিলুপ্তি আমা হতেই হয়ে থাকে। সুতরাং এসমস্ত গীতা, মহাভারতের বাক্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে জীব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন। কাজেই শ্রীনিম্বার্কাচার্যের 'হরেরধীনং' কথাটি সম্পূর্ণরূপেই বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। সৃষ্টি রহস্যের একটি স্তরে পৌছেঁ আধুনিক বিজ্ঞান এখন প্রমাণ ভিত্তিক আর কিছুই বলতে পারছেনা। এখন বিজ্ঞানীদের সব প্রশ্ন একটা হাইপোথেসিসে চলে আসছে। তাই একটি কিছু ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রকৃতি একটি মহাশক্তি। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন প্রকৃতি এমন একটা ফোর্স যা হয়তো বিশ্ব সৃষ্টির মূহুর্তে ছিল। সুতরাং সৃষ্টির আগে সেই ফোর্সটা কি ছিল, তা জানা হয়ে গেলে, তখন হয়ত বিজ্ঞান বলবে এই ফোর্সটাই হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান। বিজ্ঞানীরা ঐ ফোর্সটার নাম দিয়েছেন 'গ্র্যান্ড ইউনিফ্যায়েড্ থিওরি'। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা এই থিওরি নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এতকাল ধরে কাজ করেও এই ফোর্সটিকে তাঁরা এখনো ধরতে পারছেননা। তবে শক্তি হতেই যে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।[১৩]

আধুনিক বিজ্ঞানের এই সূত্র শ্রীনিম্বার্কেব দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের অতিরিক্ত কিছু নয়, কারণ দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনও এই সিদ্ধান্ত করেছে যে, শক্তি হতে উৎপন্ন হওয়াতে এই জগৎ শক্তিরই পরিণাম বা রূপান্তর। কিন্তু শক্তির স্বরূপই বা কি? আধুনিক বিজ্ঞানের (Physics) মতে 'শক্তি' হল কোন

বস্তুর কাজ করবার সামর্থ্য। আমরা কাজ করতে পারি তাই আমাদের শক্তি আছে। কিন্তু এই কাজ করবার শক্তি বা সামর্থ্যের উৎস কোথায়, কে আমাদের এই শক্তি পরিচালনার শক্তি যোগাচ্ছে?

পদার্থ বিজ্ঞান বলছে যে বাতাসেরও শক্তি আছে। কারণ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে নৌকা চালানো যায়। কিন্তু বাতাসের শক্তি কি বাতাসের নিজের? বাতাসের শক্তি কি বাতাসের অধীন? আমার শক্তি নাহয় আমি অনুভব করতে পারি। কিন্তু বাতাসতো জড়, সে নিজে তার শক্তি অনুভব করবে কি করে, কিংবা শক্তি কাজে লাগিয়ে নৌকাও চালাতে পারেনা। বাতাস তো জড় পদার্থ, কোন চেতন বস্তুর বল প্রয়োগ ছাড়া বাতাস চলবে কি করে? সুতরাং জগতের সকল কার্যের পেছনে আছে চিৎ শক্তি কিংবা চেতন বস্তুর শক্তি বা বল। তাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য চিৎ, অচিৎ দুই প্রকার শক্তির কথাই বলেছেন, এক চেতন শক্তি, অর্থাৎ জীবশক্তি। দুই অচেতন বস্তুর শক্তি অর্থাৎ জগৎ শক্তি। এই উভয় শক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপগত শক্তি। আমাদের নিজেদের সঙ্গে ভেদ দৃষ্টিতে আমাদের শক্তির কার্যগুলি দেখতে গেলে শক্তিকে অচেতন বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের শক্তিকে চেতন শক্তিই বলতে হবে। এই সত্য সাধনার ফলেই শ্রীনিম্বার্ক চেতন শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকেই জগতের মূল উপাদান কারণ বলেছেন। কারণ ব্রহ্মের যে শক্তি তা ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়, শুধু আমরা প্রকৃতিকে পৃথকরূপে যখন দেখি তখন অচেতন বলে মনে হয়, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টিতে দেখলে প্রকৃতি জড় নয়। প্রকৃতি নামক শক্তির আশ্রয় ব্রহ্ম নিজে। এবং প্রকৃতিরূপা শক্তি ব্রহ্মের অধীন। ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির এই ভেদ ও অভেদ সম্মন্ধ স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য যে তাঁর সিদ্ধান্তে অংশ ও অংশীর ভেদ ও অভেদ সূর্য ও সূর্যবশ্মি, বৃক্ষ ও তার শাখা-প্রশাখা, সমুদ্র ও তার ঢেউএর সঙ্গে তুলনা করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ মতবাদ বলা যেতে পারে। শ্রীনিম্বার্ক মনে করেন জড় ও চেতনের মধ্যে আত্যন্তিক কোন ভেদ নেই। কারণ চেতন হতেই এই সমস্ত অচেতনের সৃষ্টি। জীব চেতন ব্রহ্মের অংশ, তাই জীব চেতনশীল পদার্থ। জগতের সমস্ত বিষয় ভোগ্যবস্তু বলে একে জড় বলা হচ্ছে। মূলতঃ জড় ও চেতন সবই ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ চিন্ময়। স্বামী বিবেকানন্দও শ্রীনিম্বার্কমতেব অনুরূপ কথাই বলেছেন ঃ

All the various forms of cosmic energy such as matter, thought, force, intelligence and so forth are simply the manifestation of the cosmic intelligence.

সন্দর্ভ গ্রন্থ ঃ

১. ভট্টাচার্য, ড° অমর প্রসাদ ঃ শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন, বসুশ্রী স্রেম, ৮০-৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২. ভট্টাচার্য, বিমলা রঞ্জন ঃ আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে (শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন), অরুন্ধতী নগর, আগরতলা- ৩)

৩. কাঠিয়া রারা, স্বামী ধনঞ্জয় দাস ঃ বেদান্তকামধেনু (দশশ্লোকী) সম্পাদিত, শান্তি নগর, বহড়া

৪. বৃদুদারন্যক উপবিশদ (৪-১৩-১৪) ঃ কালিকান্দ অবধূত, সম্পাাদিত 'গিরিজা', ২২ সি, কলেজ রোড, কলকাতা-৯

৫. উল্লিখিত (২-১-১৭)

৬. উল্লিখিত (৪-৩-৭)

৭. মুণ্ডক উপনিষদ (৩-২-৭)

৮. বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪-৫-১৩)

৯. মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব (৩-১)

১০. গীতা (১০-৪-৫)

১১. উল্লিখিত (১৮-৬১)

১২. উল্লিখিত (১৫-১৫)

১৩. ভট্টাচার্য, বিমলা রঞ্জন ঃ আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন